রানিনগর–নিউ বঙ্গাইগাঁও রেলপথ

বৈদ্যুতিকীকরণ হবে দু–বছরেই

কোচবিহার, ১৬ এপ্রিল ঃ আগামী দু–বছরের মধ্যেই রানিনগর থেকে অসমের নিউ বঙ্গাইগাঁও পর্যন্ত রেলপথে বৈদ্যুতিকীকরণ হয়ে যাচ্ছে। এর জন্য রেল দপ্তর ৩৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে বলে জানা গিয়েছে। এই রেলপথে বৈদ্যুতিকীকরণ হলে ট্রেন আরও দ্রুতগতিতে চলবে এবং প্রায় ১ ঘণ্টা সময় বাঁচবে বলে রেল জানিয়েছে। রেলের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন রেলযাত্রী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি সহ সব মহল।

সোমবার উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম সি ভি রমণ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ২০২০ সালের মধ্যেই রানিনগর থেকে নিউ বঙ্গাইগাঁও পর্যন্ত রেলপথে বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ হয়ে যাবে। এজন্য রেল দপ্তর ৩৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। বৈদ্যুতিকীকরণ হলে রেলযাত্রী, রেল দপ্তর সকলেই উপকৃত হবেন বলে জানান তিনি।

রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, রানিনগর থেকে অসমের বঙ্গাইগাঁও পর্যন্ত ২২০ কিলোমিটার রেলপথ গিয়েছে। বর্তমানে এক্সপ্রেস ট্রেনগুলোতে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে সাধারণত চার থেকে সাড়ে চারঘণ্টা লাগে। ট্রেনগুলি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১১০ কিলোমিটার গতিবেগে চলে। বৈদ্যুতিকীকরণ হলে গতি বেড়ে ঘণ্টায় প্রায় ১৩০ কিলোমিটার হবে। এতে প্রায় একঘণ্টা সময় কম লাগবে ট্রেনগুলোর। জনা গিয়েছে, বৈদ্যুতিকীকরণের জন্য ফাউন্ডেশন তৈরির কাজ চলছে। এরপর ইলেকট্রিকের পোল বসানোর কাজ হবে। শেষে হবে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য তার লাগানোর কাজ। বিদ্যুতের জন্য ময়নাগুড়ি, পুণ্ডিবাড়ি এবং গোঁসাইগাঁওতে সবমিলিয়ে তিনটি সাবস্টেশন তৈরি কাজ চলছে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে।

কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সম্পাদক রাজেন্দ্রকুমার বৈদ বলেন, রেলপথে বৈদ্যুতিকীকরণ হলে খুবই সুবিধা হবে। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হবে। এই অঞ্চলের ট্রেনগুলো সঠিক সময়ে চলাচল করবে।

দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী বলেন, ‘এর ফলে গোটা উত্তর–পূর্ব ভারতের উন্নতি হবে। রেলের পরিকাঠামোর উন্নয়ন হলে শুধু রেল নয়, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প সব ক্ষেত্রেই উন্নয়ন ঘটবে।

কী হবে

২০২০ সালের মধ্যেই রানিনগর থেকে নিউ বঙ্গাইগাঁও পর্যন্ত রেলপথে বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ হয়ে যাবে। এজন্য রেল দপ্তর ৩৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

লাভ কী

বৈদ্যুতিকীকরণ হলে ট্রেনগুলির গতি বেড়ে ঘণ্টায় প্রায় ১৩০ কিলোমিটার হবে। এতে ওই দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রায় একঘণ্টা সময় কম লাগবে ট্রেনগুলোর।

হুমকির মুখে নেপাল থেকে পালিয়ে আসছেন শ্রমিকরা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

পানিট্যাঙ্কি, ১৬ এপ্রিল ঃ কাজের খোঁজে নেপালে গিয়ে হুমকির মুখে পড়ে দলে দলে পালিয়ে আসছেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার শ্রমিকরা। ওই শ্রমিকরা নেপালের বিভিন্ন ইটভাটায় কাজ করেন। কেউ অল্প দিন হল কাজ করছেন। আবার কেউ দীর্ঘদিন ধরে সেখানে কাজের সঙ্গে যুক্ত। শ্রমিকরা জানিয়েছেন, আগেও তাঁদের উপর নানাভাবে চাপ তৈরি করা হত। তবে ইদানীংকালে কিছু দুষ্কৃতী তোলা চেয়ে তাঁদের ভয় দেখাচ্ছে। টাকা না দিলে মারধরও করা হচ্ছে। আবার বেছে বেছে কিছু শ্রমিককে জোর করে অন্যত্র কাজে নিয়ে যাওয়ার ফতোয়াও দিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। শ্রমিকদের ধারণা, কোনো জঙ্গি সংগঠন তাদের কাজের জন্যই বেছে বেছে কিছু শ্রমিককে নিজেদের ডেরায় নিয়ে যেতে চাইছে। সেই ভয়েই কাজ ছেড়ে পালাতে শুরু করেছেন তাঁরা।

নেপালের ইটভাটাগুলিতে যেসব শ্রমিক কাজ করেন তাঁদের বেশিরভাগই উত্তরবঙ্গের। সবথেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমায়। এছাড়া হলদিবাড়ি, মালদা এবং ডুয়ার্সের চা বলয়ের বহু শ্রমিক নেপালের ইটভাটায় কাজ করেন। এই শ্রমিকরা মূলত ঠিকাদারের মাধ্যমেই নেপালে যান। কয়েক বছর ধরে নেপালের ইটভাটায় কাজ করা শীতলকুচির বাসিন্দা জাভেদ মিয়াঁ বলেন, ‘আগেও কাজে গেলে একটি দল মাসে মাসে টাকা নিত। ঠিকাদারকেও আলাদা করে টাকা দিতে হত। তাছাড়া দলনেতা যারা থাকে তারাও হপ্তা নেয়। এখন এর উপর নতুন করে সমস্যা তৈরি হয়েছে। কিছুদিন থেকে একটি দল এসে বেছে বেছে পছন্দমতো শ্রমিকদের অন্যত্র কাজে নিয়ে যেতে চাইছে। ওরা নিজেদের মতো করে নাম–ঠিকানা শুনে তালিকাও বানিয়ে ফেলেছে এবং তালিকায় যাদের নাম আছে তাদের তৈরি থাকতে বলেছে। এর পর থেকেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সব ইটভাটায়। সেই কারণে ভয়ে আমরা কাজ ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।’

বিরাটনগরের একটি ইটভাটায় পরিবার সহ কাজ করেন মালদার হবিবপুর এলাকার বাসিন্দা হজরত মিয়াঁ। তিনি বলেন, ‘আমরা জানতে পেরেছি জঙ্গিরা নাকি তাদের কাজের জন্য লোক নিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন ইটভাটা থেকে একই রকম খবর পেয়েছি। তাই ভয়ে পালিয়ে এসেছি।’ মাথাভাঙ্গার মঞ্জু বিবি বলেন, ‘আমাদের ইটভাটায় মাসে মাসে কয়েকজন এসে টাকা নিয়ে যায়। ওরা নাকি কয়েকজনকে অন্য জায়গায় কাজে নিয়ে যাবে। কেউ কেউ যাবে না বলায় ওরা হুমকি দিয়ে গিয়েছে। তাই ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে এসেছি।’ একইরকম আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন হলদিবাড়ির শ্রমিক স্বপন দাস। যদিও শ্রমিকদের কেউই হুমকির বিষয়ে নেপাল প্রশাসন বা রাজ্য পুলিশের কাছে এখনও পর্যন্ত কোনো অভিযোগ দায়ের করেননি। তবে শ্রমিকদের সমস্তরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি বলেন, ‘আমরা শ্রমিকদের পাশে আছি। তাঁদের সমস্যাগুলি জেনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।’

কোন এলাকা থেকে কত শ্রমিক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার কোনো হিসেব নেই কোথাওই। রাজ্য সরকার বা জেলা প্রশাসনের কর্তাদের কাছেও সেরকম কোনো তালিকা নেই। ফলে যেসব শ্রমিক যাচ্ছেন তাঁরা সকলেই ফিরে আসছেন কিনা তার হদিসও জানে না কেউই। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির রিপোর্ট অনুসারে নেপালে বেশ কয়েকটি জঙ্গি সংগঠন অতিসক্রিয় রয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে যাওয়া শ্রমিকদের কেউ জঙ্গিদের পাতা জালে পা দিয়ে তাদের হয়ে কাজ করছে কিনা তা নিয়েও জল্পনা বাড়ছে। শ্রমিকদের পালিয়ে আসার পর সেই আশঙ্কা ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। নেপালে কাজে যাওয়া শ্রমিকদের আইনানুগ পদ্ধতিতে চিহ্নিতকরণ ও তাঁদের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকরণের দাবিও উঠেছে। পুলিশ ও প্রশাসনের একাধিক কর্তার সঙ্গে ওই বিষয়ে কথা বলা হয়েছিল। তবে প্রত্যেকেই জানিয়েছেন তাঁরা শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ পাননি। তবে যথাযথ অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা।

নেপাল থেকে ঘরমুখী শ্রমিকরা। সোমবার পানিট্যাঙ্কিতে তোলা সংবাদচিত্র।

আদিবাসীদের নিয়ে বৈঠক করবে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ১৬ এপ্রিল ঃ উত্তর দিনাজপুরের বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করতে চলেছেন রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, সোমবার সেই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল কলকাতায় তৃণমূলের রাজ্য ভবনে। কিন্তু কিছু কারণবশত সেই বৈঠক হবে আগামী ১৮ এপ্রিল। বিশেষ ওই বৈঠকে উত্তর দিনাজপুরের আদিবাসী নেতৃত্ব থাকলেও জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা ইটাহারের বিধায়ক অমল আচার্য থাকবেন না বলে সূত্রের খবর। হঠাৎ করে নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরে কেন উত্তর দিনাজপুরের আদিবাসী নেতাদের নিয়ে রাজ্য তৃণমূল বৈঠক করবে, সেই বিষয়ে কেউ মুখ খুলতে রাজি নয়। তবে বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর উত্তর দিনাজপুরে আদিবাসী মহিলার ওপর নির্যাতনের পর আদিবাসী সংগঠনগুলি একত্রে প্রতিবাদে নামে। আদিবাসী মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে রায়গঞ্জ শহরে দিনেরবেলায় ভাঙচুর চালায়। সেই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এরপর থেকে আদিবাসী মানুষের মন পেতে মরিয়া হয়ে ওঠে তৃণমূল নেতৃত্ব। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি কুশমণ্ডির ঘটনায় ফের পথে নেমে আন্দোলন শুরু করে আদিবাসী সামাজিক সংগঠনগুলি। নড়েচড়ে বসে শাসকদল। এরপর গত ৯ মার্চ কলকাতার নজরুল মঞ্চে আয়োজিত দলীয় সাংগঠনিক সভা থেকে এসসি–এসটি সেল ভেঙে পৃথক আদিবাসী তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। ওই মাসের শেষদিকে মালদায় রাজ্য আদিবাসী তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি প্রথম সভা করে রাজ্য সভাপতি তথা আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী জেমস কুজুরের নেতৃত্বে। এরপর ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু তাতেও নীচুতলার আদিবাসী সমাজে তৃণমূলের প্রভাব তেমন পড়েনি বলে খবর। কারণ, মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে ইটাহারের বিডিও অফিসে আদিবাসী সমাজের মানুষ সশস্ত্র বিক্ষোভে শামিল হন শাসক বিরোধী দলের হয়ে।

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

? আগামী লোকসভা ভোটের সঙ্গেই কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা ভোট করানোর ব্যাপারে কেন্দ্রের উদ্যোগ কি যুক্তিসংগত?

SMS করুন।

আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন **YES** বা **NO** পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তার জন্য সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে বনবস্তিগুলি কি সরিয়ে দেওয়া উচিত?

হ্যাঁ	না
৪১%	৫৯%

দিনের কথা

প্রধানমন্ত্রী কি দেশের মেয়েদের সুরক্ষার কথা আদৌ ভাবেন ?

–রাহুল গান্ধি

(কাঠুয়া ও উন্নাও কাণ্ডে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে)

আবহাওয়া

১৬ এপ্রিলের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩৬.৬	২৬.৫
শিলিগুড়ি	৩১.১	২০.৮
জলপাইগুড়ি	৩১.০	২১.৬
কোচবিহার	৩০.৪	২১.৭
মালদা	৩৩.৮	২৪.০
রায়গঞ্জ	৩৩.০	২৪.২
আলিপুরদুয়ার	৩১.২	২০.৭
গ্যাংটক	২১.২	১২.৮

মঙ্গবারের পূর্বাভাস ঃ

আংশিক মেঘলা আকাশ। কোনো কোনো জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা

নাবালিকাকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ

কোচবিহার, ১৬ এপ্রিল ঃ ১২ বছরের এক নাবালিকাকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক দম্পতির বিরুদ্ধে। গত ৮ এপ্রিল কোচবিহার কোতোয়ালি থানার শুকটাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আঠারকোটা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। যদিও মৃতার বাবা ১৫ এপ্রিল কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় বিষয়টি নিয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকে অভিযুক্ত ওই দম্পতি পলাতক বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকার বাবা–মা কর্মসূত্রে দিল্লিতে থাকতেন। ভাইকে সে নিয়ে বাড়িতে থাকত। গত ৮ এপ্রিল পাড়ার লোকজন অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ওই নাবালিকাকে কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে ভরতি করেন। এরপর ৯ এপ্রিল মেয়েটি হাসপাতালেই মারা যায়। এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে মেয়েটির কাকা তার মৃতদেহ নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। যদিও পুলিশের তরফে তদন্তকারী অফিসার দিল্লিতে তার বাবা–মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁরাও দেহটি তাঁদের আত্মীয়ের হাতে তুলে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু এরপর থেকে মৃতদেহটি নেওয়ার জন্য বাড়ির কেউ আসেনি।

এরপরেই মেয়েটির বাবা গত ১৫ এপ্রিল থানায় এসে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, ‘মেয়েটি দিনেরবেলায় বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিল। তখন তাঁর প্রতিবেশী ওই দম্পতি এসে কেরোসিন তেল ঢেলে তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।’ এরপরেই পুলিশ নতুন করে ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছেন। পাশাপাশি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে খবর ছড়িয়েছে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। যদিও মেয়েটির বাবা তাঁর অভিযোগে ধর্ষণের উল্লেখ করেননি। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য পুলিশ ময়নাতদন্তের রিপোর্টও দেখে নিতে চাইছে বলে জানা গিয়েছে।

ভোট যখনই হোক জয়ন্তীর বিয়ে ২৯শে

মানিকগঞ্জ, ১৬ এপ্রিল ঃ পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে আদালত যে রায়ই দিক না কেন যুবলিগ নেতা ধীরাজ রায়ের বিয়ে এই মাসের ২৯শেই হচ্ছে। পঞ্চায়েত ভোটের জন্য তাঁকে তড়িঘড়ি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হচ্ছে। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাকাতি ঝাকুয়াপাড়া ২৩৫ নম্বর বুথের প্রার্থী নির্বাচন করতে হিমসিম খাচ্ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা। এলাকার কর্মীদের বৈঠকে যুবলিগের জেলা কমিটির কার্যকরী সভাপতি ধীরাজ রায়কে সর্বসম্মতিক্রমে প্রার্থী ঠিক করা হয়। কিন্তু আসনটি তপশিলি মহিলার জন্য সংরক্ষিত। তাই ঠিক হয় তড়িঘড়ি ধীরাজবাবুর বিয়ে দেওয়া হবে। তাঁর নববধূকেই প্রার্থী করা হবে। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। দলীয় কর্মীরাই ধীরাজবাবুর জন্য পাত্রীর খোঁজ শুরু করেন। পাশের গ্রাম বেরুবাড়ি সরকারপাড়ার জয়ন্তী অধিকারীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়। বিয়ের দিন–তারিখ ঠিক করেই ভাবী বধূকে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন ধীরাজ। ঠিক হয়, নির্বাচনের আগে আগামী ২৯ এপ্রিল তাঁদের সামাজিকভাবে বিয়ে হবে। এই বুথের অন্য প্রার্থীরা হলেন বিজেপি শম্পা রায়বর্মন, তৃণমূলের কল্পনা রায় ও কংগ্রেসের সান্ত্বনা রায়। যুবলিগের জেলা কমিটির সম্পাদক সঞ্জীব রায় জানান, ধীরাজবাবুর বাবা জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ওই বুথে পনেরো বছর গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তাঁর মা ললিতা রায় একবার পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হন। এলাকায় তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

কাফ সিরাপ পাচারে শাস্তি

কোচবিহার, ১৬ এপ্রিল ঃ নেশার জন্য ব্যবহৃত কাফ সিরাপ পাচারের দায়ে ট্রাকচালককে দশ বছরের সশ্রম কারদণ্ডের নির্দেশ দিল কোচবিহার আদালত। এছাড়াও এক লক্ষ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার কোচবিহার আদালত এই নির্দেশ দেয়। জানা গিয়েছে, চালকের নাম টিঙ্কু দাস। তার বাড়ি ত্রিপুরার ধর্মনগরে। কিন্তু গাড়িটিতে নাগাল্যান্ডের নম্বর ছিল। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৬ সালের ৯ মার্চ কোচবিহার জেলার বক্সিরহাট থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সংকোশ ব্রিজ থেকে ট্রাকটিকে আটক করে। এ বিষয়ে কোচবিহার আদালতের সরকারি আইনজীবী সম্বরহরি সরকার বলেন, ট্রাকটির ভেতরে গোপন চেম্বার থেকে পুলিশ ৯ হাজার ৬৬২টি কাফ সিরাপের বোতল উদ্ধার করে। এরপরে বক্সিরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। পরে কোচবিহার আদালতে ওই মামলা চলে। শুনানি শেষে সোমবার কোচবিহার কোর্ট নম্বর এক–এর অতিরিক্ত সেশন জজ নন্দন দেববর্মন আসামির বিরুদ্ধে ওই সাজা ঘোষণা করেন।

জারি সতর্কতা

প্রথম পাতার পর

অসম পুলিশের সূত্র ধরে এখানে গরুমারায় তল্লাশি শুরু হয়। এপ্রিলের মাঝামাঝি জোড়া গন্ডার খুনের কথা স্বীকার করে বন দপ্তর। ওই ঘটনার পরই গরুমারার নিরাপত্তা বাড়িয়ে তোলা হয়েছিল কয়েকগুণ। রামশাই ও জোড়াবাঁধ এলাকায় নতুন দুটি নজরমিনার তৈরি করা হয়। পাশাপাশি পেট্রোলিংয়ের ওপরও জোর দেওয়া হয়েছিল। নতুন করে সন্দেহভাজনদের হানাদারির পর দিনে ও রাতের বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। সাহায্য নেওয়া হচ্ছে পুলিশ প্রশাসনের ও এসএসবির। গরুমারা প্রবেশ ও বের হবার বিভিন্ন রাস্তায় চলছে নাকা চেকিং। গরুমারার আনাচে কানাচে দিনের ২৪ ঘণ্টা জোরদার নজরদারি চলছে। নজরদারিতে বেশি সংখ্যক কুনকি হাতির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে যাতে হেঁটে যে সমস্ত এলাকায় বনকর্মীরা যেতে না পারেন সেখানেও নজরদারি চালানো যায়। এই বিষয়ে গরুমারা সংলগ্ন এলাকায় নীচু থেকে উঁচু সর্বস্তরের বনকর্মীদের নিয়ে এই বিষয়ে বৈঠক করে কর্মীদের সতর্কও করে দেওয়া হয়েছে। সাহায্য চাওয়া হয়েছে রিসর্ট ব্যবসায়ীদেরও।

গরুমারা জঙ্গলের শেষ প্রান্তে জলঢাকা নদীর জির বাঁধ এবং রামশাই জলঢাকার চর। গরুমারার জোড়া গন্ডার খুনের সময় এই পথকেই ব্যবহার করেছিল চোরাশিকারিরা বলে বন দপ্তরের তদন্তে উঠে এসেছিল। এবার সেদিকেও ২৪ ঘণ্টার বিশেষ নজরদারি রয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর। বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন জানান, ‘জঙ্গলের নিরাপত্তার কোনো খামতি রাখা হচ্ছে না। পুলিশ প্রশাসন ও এসএসবির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। ওই সন্দেহভাজনরা কী উদ্দেশ্যে জঙ্গলে প্রবেশ করেছিল তা পরিষ্কার নয়। গরুমারার ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (বন্যপ্রাণ–২ বিভাগ) নিশা গোস্বামী বলেন, ‘কয়েকজন সন্দেহভাজনকে দেখা গিয়েছে। তারজন্য সতর্ক রয়েছি আমরা। দিনরাত কয়েকটি টিম করে টহলদারি চলছে।’

চড়কমেলা

বক্সিরহাট, ১৬ এপ্রিল ঃ চড়কপুজোকে কেন্দ্র করে জমজমাট মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল গাজির সিংহের কুঠিতে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সংলগ্ন অসমের গাজির সিংহের কুঠি চড়কমেলা কমিটি আয়োজিত মেলার সূচনা হয় রবিবার। সোমবার মেলা শেষ হয়েছে। শনিবার মেলার মাঠে স্থায়ী মন্দিরে কালী, শিব, মাশানপুজো অনুষ্ঠিত হয়। এবছর মেলার ৩৫ বছর। এ খবর জানিয়েছেন মেলা কমিটির সদস্য রবীন্দ্র বর্মন ও সুকুমার বর্মন।

দপ্তর থেকে চিঠি

প্রথম পাতার পর

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের চিফ জেনারেল ম্যানেজার আর পি সিং দু–দফায় মোহিতনগরে এসে জমির মালিকদের কাছে অধিগৃহীত জমি ফাঁকা করে দেবার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এই উড়ালপুল নির্মাণের কাজের সমস্যা নিয়ে অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি ইন্দিবর পান্ডেকে চিঠিও লিখেছেন। এরপরেই চিঠি আসে প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে। এই চিঠিতে রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছে, ঘোষপুকুর থেকে মোহিতনগর হয়ে ধূপগুড়ি পর্যন্ত মহাসড়ক নির্মাণের কাজ ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্মল ঘোষদস্তিদার বলেন, মোহিতনগর এলাকার বাসিন্দাদের দাবির যৌক্তিকতা খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে দ্রুত উড়ালপুলের কাজ শুরু করা প্রয়োজন। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের দেখা উচিত প্রাপকরা যাতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পান। সিপিএমের জেলা সম্পাদক সলিল আচার্য বলেন, মোহিতনগরের বাসিন্দারা যাতে জমির উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ হাতে পান তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি উড়ালপুলের কাজ দ্রুত শুরু হওয়া উচিত। তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলার সহসভাপতি দুলাল দেবনাথ বলেন, মোহিতনগরের বাসিন্দাদের দাবি ন্যায্য। বাস্তজমি হিসাবে ক্ষতিপূরণের টাকা কালবিলম্ব না করে দেওয়া জরুরি।

ভোটের দিন

প্রথম পাতার পর

তবে কল্যাণবাবুর সেই বক্তব্যকে ডিভিশন বেঞ্চ আমল দেয়নি।

এদিন দুপুর ২টোয় সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের এজলাস জানিয়েছে, ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের পর পরবর্তী পদক্ষেপ হবে। ফলে ডিভিশন বেঞ্চ বিকেলে রায় দেওয়ার পর পুরো পঞ্চায়েত মামলা ফের ফিরে গেল বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের এজলাসে।

বিজেপির দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ১২ এপ্রিল পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রক্রিয়ার উপর স্থগিতাদেশ জারি করে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। স্থগিতাদেশের মেয়াদ ছিল ১৬ এপ্রিল। নির্বাচন কমিশনকে আদালত বলেছিল, ১৬ এপ্রিল মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত সব তথ্য হলফনামা দিয়ে আদালতে জমা করতে হবে। সিঙ্গল বেঞ্চের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩ এপ্রিল তিনি ডিভিশন বেঞ্চের কাছে সিঙ্গল বেঞ্চের রায় খারিজের আর্জি জানান। তাঁর যুক্তি ছিল, নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাঝপথে এভাবে হস্তক্ষেপ করার এক্তিয়ার নেই আদালতের। কিন্তু আদালত সোমবার পর্যন্ত মামলা স্থগিত করে দেয়। এদিন ডিভিশন বেঞ্চে সংবিধানের কয়েকটি ধারা এবং বিভিন্ন হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্টের নির্বাচন সংক্রান্ত মামলার রায়ের কথা উল্লেখ করেন কল্যাণবাবু। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চকে তিনি অন্তত এদিন সন্তুষ্ট করতে পারেননি।

পুলিশের খাওয়া বন্ধ করল তৃণমূল

মাথাভাঙ্গা, ১৬ এপ্রিল ঃ সন্ত্রাস চালানোর অভিযোগ তো আগে থেকেই তুলছিল বিরোধীরা। এবার পুলিশের উপরও দাদাগিরি চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। গত শনিবার থেকে ফুলবাড়িতে একের পর এক ঘটনায় অশান্তি ছড়িয়েছে। তার পর থেকেই এলাকায় কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে টহল দিচ্ছে পুলিশ। সেই পুলিশ বাহিনীর খাওয়ার বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ফুলবাড়ির যে হোটেলে পুলিশকর্মীদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সোমবার সেই হোটেলে পুলিশকর্মীদের খেতে দেওয়া যাবে না বলে ফতোয়া জারি করে স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। ফলে ফুলবাড়িতে নিযুক্ত পুলিশদের জন্য খাবার আসে ঘোকসাডাঙ্গা থেকে। ঘটনার সত্যতা মেনে নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা কৃষ্ণপদ বর্মন বলেন, বিষয়টির কথা শুনেছি। দল এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে। পুলিশ প্রশাসনের কাছেও ক্ষমা চেয়ে নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, মাথাভাঙ্গা–২ ব্লকের ফুলবাড়িতে সোমবার নতুন করে অশান্তির ঘটনা না ঘটলেও এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে। যদিও বিজেপির অভিযোগ, ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি প্রার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের মনোনয়নপত্র তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে শাসকদলের বাইক বাহিনী। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবশ্য অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজেপির মাথাভাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রের সংযোজক সুশীল বর্মন সোমবার বলেন, দলের নবগঞ্জ ফুলবাড়ি ১৯ নম্বর বুথের দলীয় প্রার্থী ভবেন বর্মনকে তৃণমূলের বাইক বাহিনী বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে, যদি তিনি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করেন তাহলে তাঁর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। সুশীল বর্মনের আরও অভিযোগ, ফুলবাড়ির পাঠানকাটার বাসিন্দা, বিজেপি প্রার্থী চন্দনা রায়কে হুমকি দেওয়া হয়েছে যে যদি তিনি মনোনয়ন তুলে না নেন তা হলে তাঁর বাড়ি ভেঙে দেওয়া হবে। ভীত ওই প্রার্থী এখন বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের চেষ্টা করছেন বলেও বিজেপির দাবি।

এদিকে, গত শনিবার ফুলবাড়ি বাজারে অন্যান্য দোকান ও বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মলীনচন্দ্র বীরের রাসায়নিক সারের দোকান। মলীনবাবুর অভিযোগ, হামলায় তার দোকানের প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার জিনিস নষ্ট হয়ে গিয়েছে ও লুঠ হয়েছে। মলীনবাবুর দাবি, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁর স্ত্রী কুমকুম রায়বীর বিজেপি প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বলেই তার দোকানে ভাঙচুড় ও লুঠপাট করা হয়েছে। ভেঙে দেওয়া হয়েছে পিওএস মেশিন। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ইনভয়েস। পাশাপাশি তাঁর স্ত্রীকেও মনোনয়নপত্র তুলে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও মলীনচন্দ্র বীর জানান।

এদিকে, শনিবার রাতে ফুলবাড়িতে তৃণমূল যুব কংগ্রেস নেতা বাবলু সরকারের উপর হামলার ঘটনায় প্রসেনজিৎ রায় (৩০) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার তাকে মাথাভাঙ্গা আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এনিয়ে এই ঘটনায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়াল তিন। ঘটনার পর থেকে ২৪ ঘণ্টা পুলিশি টহলদারি চলছে ফুলবাড়ি এলাকায়। ফুলবাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের সন্ত্রাসে তাদের কর্মী–সমর্থকরা এলাকাছাড়া বলে অভিযোগ বিজেপির। এমনকি বাড়ি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুড়, লুঠ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার পরও তৃণমূল কংগ্রেসের ভয়ে তাঁরা ঘোকসাডাঙ্গা থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে ভয় পাচ্ছেন বলে বিজেপি নেতা সুশীল বর্মন দাবি করেন। যদিও বিজেপি মিথ্যা অভিযোগ করছে বলে পালটা দাবি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের ফুলবাড়ি অঞ্চল সভাপতি কৃষ্ণপদ বর্মন বলেন, বাবলু সরকারকে খুন করার জন্য পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়েছে বিজেপি। হামলাকারীদের পরবর্তী টার্গেট নাকি তিনি নিজেই। বিজেপির পক্ষ থেকে ফুলবাড়ির ৫ জন তৃণমূল কংগ্রেস নেতাকে আক্রমণের টার্গেট নেওয়া হয়েছে বলে কৃষ্ণপদ বর্মনের অভিযোগ। বিজেপির পক্ষ থেকেই নাকি তাদের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও কৃষ্ণপদ বর্মন জানান।

এদিকে, সোমবার শিলিগুড়ির বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন জখম তৃণমূল যুব নেতাকে দেখতে যান বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন। তাঁর চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি তিনি চিকিৎসকদের সঙ্গে কথাও বলেন।

শনিবার লুটপাটের পর দোকান। – সংবাদচিত্র

চার দেশের মধ্যে সাধারণ ভিসা নিয়ে যাত্রা শুরু ২৩শে

সানি সরকার ● শিলিগুড়ি

১৬ এপ্রিল ঃ প্রায় তিন বছরের টানাপোড়নের শেষে বাস্তবায়িত হচ্ছে সার্কভুক্ত চার দেশের মধ্যে ‘সিমলেস ট্রাভেলিং’। আলাদা আলাদা দেশের জন্য আলাদা ভিসার ঝঞ্ঝাট থাকছে না বলেই এই পর্যটনের নাম দেওয়া হয়েছে সিমলেস ট্রাভেলিং। তবে পরীক্ষামূলক যাত্রায় এখনই অংশ নিচ্ছে না ভুটান। আগামী ২৩ এপ্রিল বাংলাদেশ থেকে শুরু হয়ে শিলিগুড়ি ছুঁয়ে ওই যাত্রা শেষ হবে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে। পরীক্ষামূলক যাত্রা সফল হলে ভিসা এবং কিছু কুটনৈতিক বিষয় নিয়ে আগামী মাসেই কাঠমাণ্ডুতে বৈঠকে বসবে বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত এবং নেপাল (বিবিআইএন)। তারপরই চার দেশের মধ্যে শুরু হবে নতুন সার্কিটে বাস পরিসেবা।

ইউরোপের যে কোনো দেশে ঘুরতে যাওয়ার ক্ষেত্রে কমন ভিসার প্রচলন দীর্ঘদিন ধরেই। কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ কুটনৈতিক সম্পর্ক থাকলেও, সিমলেস ট্রাভেলিংয়ের প্রচলন কিন্তু সার্কভুক্ত দেশগুলির মধ্যে নেই। যার ফলে চরম সমস্যায় পড়তে হত পর্যটকদের। বিভিন্ন মহল তা নিয়ে সরব হওয়ায় ২০১৫ সালে বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত এবং নেপাল ওই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে নতুন পরিবহণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। তারপর এখন তিন বছরের মাথায় তা বাস্তবায়িত হওয়ার পথে। আগামী ২৩ এপ্রিল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে পরীক্ষামূলক যাত্রাটি শুরু হবে। পরদিন সন্ধ্যায় ফুলবাড়ি হয়ে দুটি ভলভো বাস পৌঁছোবে শিলিগুড়িতে। ২৫ এপ্রিল সকালে বিশেষ এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বাস দুটি যাত্রা করবে নেপালের উদ্দেশ্যে। অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব সহ কয়েকজন পদস্থ প্রশাসনিক কর্তার। জানা গিয়েছে, পরীক্ষামূলক সফরে ২৩ জন যাত্রী থাকবেন। শিলিগুড়ি থেকে ওই বাসে উঠবেন আরও ১১ জন ভারতীয় এবং ৮ জন নেপালের যাত্রী।

পরে যাত্রা নিয়মিত হয়ে গেলে বাস চলবে রংপুর, বাংলাবান্ধা, ফুলবাড়ি, শিলিগুড়ি, পানিট্যাঙ্কি ও কাঁকড়ভিটা হয়ে। কিন্তু বিবিআইএন–এর সদস্য হয়েও ভুটান কেন এই যাত্রায় নেই ? নিয়মিত বাস চলাচল করলে দূষণ কতটা বাড়বে, সেটাই আগে যাচাই করে নিতে চাইছে থিম্পু। রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতমবাবুর বক্তব্য, বাস চলাচল শুরু হলে পর্যটকদের সমস্যা যেমন কমবে, তেমনই পর্যটনকেন্দ্রিক এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও বদলে যাবে। পর্যটন ব্যবসাসী সম্রাট সান্যাল বলেন, ‘এই বাস চলাচল শুরু হলে তা উত্তরের পর্যটনে নতুন মাত্রা নিয়ে আসবে।’ কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের উত্তরবঙ্গ শাখার প্রাক্তন সভাপতি কমলকুমার মিত্তালের বক্তব্য, ঢাকা থেকে কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত ৯৬০ কিলোমিটারের যাত্রা শুরু হলে পর্যটকদের পাশাপাশি বাণিজ্যিক মহলও উপকৃত হবে।

আশ্রয় নেবেন প্রার্থী, কর্মীরা

প্রথম পাতার পর

তিনি জানিয়েছেন, সোমবারও বারোপাটিয়া এলাকায় তাঁদের কর্মীকে মারধর করেছে তৃণমূলের বাইকবাহিনীর লোকেরা। সেইসঙ্গে পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮/১৮১ নম্বর বুথের কর্মীদের প্রাণের ভয় দেখিয়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ানো হয়েছে। সন্ত্রাস বন্ধ করে, বিজেপি প্রার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য পুলিশকে ২৪ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে। এর পরেও তৃণমূলের সন্ত্রাস চলতে থাকলে বিজেপি প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। আর এতে আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ হলে তার জন্য দায়ী থাকবে পুলিশ, জানিয়েছেন শ্যাম প্রসাদ।

সোমবার দুপুরে জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকা থেকে প্রায় দুই শতাধিক বিজেপি কর্মী মিছিল করে কোতোয়ালি থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়।

জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি সভাপতি দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন, একাধিকবার পুলিশ সুপার এবং জেলাশাসককে স্মারকলিপি দিয়ে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে তৃণমূলের ওইসব কর্মী–নেতাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হল না। শুধু তাই নয়, বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদের তুলে নিয়ে এসে মামলায় জড়িয়ে দিচ্ছে পুলিশ। সন্ত্রাস চালানোর জন্য শাসকদলের গুন্ডাদের পুলিশ প্রত্যক্ষভাবে মদত দিচ্ছে বলে মনে করছেন তাঁরা। কোতোয়ালি থানার আইসি বিশ্বাশ্রয় সরকার জানিয়েছেন, তাঁরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন।

আসছে ৮ কুনকি

লাটাগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ অবশেষে কর্ণাটক থেকে উত্তরবঙ্গে আসছে আটটি কুনকি হাতি। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই হাতি আনতে বন দপ্তরের একটি টিম কর্ণাটকে পৌঁছেছে। আগামী মাসের শুরুতেই উত্তরবঙ্গে কর্ণাটকি কুনকিরা পৌঁছে যাবে বলে জানিয়েছেন বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন। বনমন্ত্রী বলেন, ‘জঙ্গল থেকে হাতি ধরে সেগুলিকে কুনকি বানাবার জন্য সেন্ট্রাল জু অথরিটির অনুমতি নিতে হয়, যা পাওয়া কষ্টকর। এতদিন লোকালয়ে বেরিয়ে পড়া বা কোনো স্থান থেকে উদ্ধার হওয়া হাতিদেরই তালিম দিয়ে কুনকি বানানো হত। কিন্তু তা খুবই অল্পসংখ্যক। ফলে ইচ্ছে থাকলেও সব জায়গায় হাতি সাফারির ব্যবস্থা করা হয়নি।’ এই সমস্যা সমাধানে ২০১৬ সালে কর্ণাটক থেকে হাতি আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বন দপ্তর। দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে হাতি আসতে চলেছে। বনমন্ত্রী জানান, হাতিগুলো আসার পরই তাদেরকে কী কাজে লাগানো হবে সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।